রাখালেরা প্রেমে মেতে বলে হরিবোল।
জলে হরি স্থলে হরি শূন্যে হরিবোল।।
মত্ত হ'য়ে প্রেমাবেশে কীর্ত্তন ভিতরে।
তারক টানিয়া নিল অক্ষয় ঠাকুরে।।
পূর্ণচন্দ্র হরি পাল ধরাধরি করে।
বাঁকা হ'য়ে দাঁড়াইল আবাধ্বনি করে।
শুনে আবাধ্বনি করে যতেক রাখাল।
তাহা শুনি নাচে সবে গোধনের পাল।।
এ পালের গরু যায় ও পাল ভিতরে।
নাচিতে লাগিল বাঁধা গরু দড়ি ছিঁড়ে।।
উচ্চ পুচ্ছ নাচে গরু গলা ক'রে লম্বা।
উর্দ্ধকর্ণ মুন্ড নেত্র করে 'হাম্বা' 'হাম্বা'।।
কতদূর দৌড়ে গিয়া দাঁড়াইয়া কম্প।
তার মধ্যে কোনটা দৌড়িয়া মারে লম্ফ।।
তাহা দেখি সবে মিলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
নাচিছে মানুষ গরু একত্র হইয়া।
পিছে ছিল মহানন্দ পাগলের দল।।
দ্রুতবেগে উত্তরিল বলে হরিবল।
নাচিছে মানুষ গরু তার মধ্য দিয়া।
হাতে হাতে ধরাধরি চলেছে ধাইয়া।।
চলেছে দক্ষিণ দিকে জ্ঞান নাহি আর।
লম্ফ দিয়া জটকের খাল হ'ল পার।।
তাহা দেখি লম্ফ দিয়া পড়ে লোক সব।
রাখালেরা লম্ফ দিল মনেতে উৎসব।।
জলে পড়ি কেহ কেহ ঝাঁপাঝাঁপি করে।
সাঁতারিয়া সাঁতারিয়া কেহ যায় পারে।।
অনুমান দুই রসি আড়ে পরিসর।
লম্ফ দিয়া মহানন্দ হ'য়ে গেল পার।।
জলেতে নামিয়া সবে হরিবোল দিয়ে।
ঝাঁপাইয়া সাঁতারিয়া গেল পার হয়ে।।
গভীর খালের মধ্যে চারি হাত বারি।
হরি বলে লম্ফে ঝম্ফে সব দিল পাড়ি।।
গোচরে যতেক গরু খাল কিনারায়।
দৌড়িয়া আসিয়া খাল পার হ'তে চায়।।
পাগল ওপার থেকে কহিছে ডাকিয়া।
'তোরা প্রেমানন্দ কর ওপার থাকিয়া।।
থাক্ থাক্ বলে ঘুরে, ঘুরাইল যষ্টি।
থামিল গরুর পাল তাহা করি দৃষ্টি।।
ওপারে নাচিছে গরু এপারে মানুষ।
পশু কি মানব সব হারায়েছে হুঁশ।।
কোলাকুলি ঢলাঢলি কাঁদাকাঁদি করি।
মতুয়ারা মাতোয়ারা বলি হরি হরি।।
চারি-পাঁচজন ধরে বাহু প্রসারিয়া।
তদ্রূপ রাখালগণে ধরিয়া ধরিয়া।।
রাখাল গণেরে সব দিলেন বিদায়।
উত্তর পারেতে গেল গো-পাল যথায়।।
গো-পাল শান্ত'য়ে নিল যতেক গোপাল।
গোপাল বাছিয়া নিল যার যে গোপাল।।
এদিক মতুয়াগণ হরিধ্বনি দিয়া।
সাহাবাজপুরে সবে উত্তরিল গিয়া।।
কতকাংশ জয়পুর কতক কুন্দসী।
হরিনাম করে সব প্রেমনীরে ভাসি।।
কতকাংশ রহিলেন সাহবাজপুর।
মহানন্দ রহে আর অক্ষয় ঠাকুর।।
পূর্ণচন্দ্র অধিকারী হরিশচন্দ্র পাল।
তপস্বী পালের বাড়ী কীর্ত্তন বসা'ল।।
অর্দ্ধনিশী পর্যন্ত হইল সংকীর্ত্তন।।
ঘাটে পথে মাতিল পুরুষ নারীগণ।।
রামাগণে যায় সবে আনিবারে জল।
হুলুধ্বনি দেয় আর বলে হরিবল।।
স্ত্রী-পুরুষ যেইজনে যেই কার্য্যে যায়।
চক্ষে জল ঝরে আর হরিনাম লয়।।
কীর্ত্তন হইল সাঙ্গ বিশ্রাম সবায়।
দুই তিন পালঙ্কেতে কেহ বা ধরায়।।